তথ্যবিবরণী                                                         নম্বর : ৮৮৬

**‘এটিএন বাংলা উন্নয়নে বাংলাদেশ অ্যাওয়ার্ড’ পেলেন পরিবেশমন্ত্রী**

ঢাকা, ২০ ফাল্গুন (৫ মার্চ):

দেশের পরিবেশ ও বন সংরক্ষণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিনকে ‘এটিএন বাংলা উন্নয়নে বাংলাদেশ অ্যাওয়ার্ড ২০২২’ প্রদান করা হয়েছে।

আজ বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি) তে এটিএন বাংলা আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক পরিবেশমন্ত্রীর হাতে এ পদক তুলে দেন। এটিএন বাংলার সিনিয়র উপদেষ্টা (অনুষ্ঠান) নওয়াজেশ আলী খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সেক্টরে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ১১টি পৃথক ক্যাটেগরিতে ১১ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

পদক গ্রহণ পরবর্তী প্রতিক্রিয়ায় মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর দেশের পরিবেশ ও প্রতিবেশ সংরক্ষণে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে। তিনি বলেন, দেশের পরিবেশ, বন সংরক্ষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা করা সরকারের একার পক্ষে দুঃসাধ্য কাজ। সরকারের পাশাপাশি সাধারণ জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে। এ লক্ষ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য গণমাধ্যমের প্রতি আহ্বান জানাই।

‘বন, পরিবেশ ও জলবায়ু উন্নয়ন’ ক্যাটেগরিতে ‘এটিএন বাংলা উন্নয়নে বাংলাদেশ অ্যাওয়ার্ড ২০২২’-এর জন্য নির্বাচিত করায় মন্ত্রী কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। তিনি পরিবেশ সংরক্ষণে সবাইকে কাজ করার এবং বেশি করে গাছ লাগানোর আহ্বান জানান।

#

দীপংকর/পাশা/সঞ্জীব/মাহ্‌মুদ/শামীম/২০২৩/২১০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৮৫

**তৃণমূলের ঐক্য এবং সংহতি দলের জীবনীশক্তি বাড়াবে**

 **--- তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২০ ফাল্গুন (৫ মার্চ) :

 দলের তৃণমূলের ঐক্য, সংহতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্মুদ তৃণমূল নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, ‘আপনারাই দলের প্রাণ, আপনারাই দলের জীবনীশক্তি। সুতরাং আপনাদের ঐক্য, সংহতি দলের জীবনীশক্তি বাড়াবে, দলের শক্তিকে বাড়াবে।’

 আজ রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে নীলফামারী জেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠকে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। ড. হাছান মাহ্মুদ বলেন, ‘আগামী নির্বাচনটা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আগামী নির্বাচনে ফয়সালা হবে-দেশ যে আজকে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এগিয়ে যাচ্ছে এটা অব্যাহত থাকবে না কি দেশ পাকিস্তানের মতো পেছনের দিকে হাঁটবে। সুতরাং আমাদের ঐক্য, সংহতি, সাংগঠনিক শক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং এর ওপর গুরুত্ব দেওয়ার জন্য আমি তৃণমূলের নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ জানাই।’

 তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী হাছান মাহ্মুদ বলেন, ‘প্রকৃতপক্ষে তৃণমূলেই আওয়ামী লীগের প্রাণ। এক বছরের কম সময়ের মধ্যে দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং সে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যদি তৃণমূল পর্যায়ে ঐক্যবদ্ধ থাকে আমাদেরকে হারানোর শক্তি কারো নেই। যেখানে আওয়ামী লীগ হারবে মনে করতে হবে সেখানে আওয়ামী লীগ ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করেনি। নিজেরা নিজেদের বিরুদ্ধে কাজ করেছে। কারণ গত ১৪ বছরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যে উন্নয়ন হয়েছে এবং প্রত্যেকটা মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন হয়েছে। যে যতো কথাই বলুক, বিশ্বে খারাপ পরিস্থিতির মধ্যেও বাংলাদেশ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তার প্রশংসা করে ‘দি ইকোনোমিস্ট’ রিপোর্ট ছাপিয়েছে। অর্থাৎ পৃথিবীর অন্য দেশ পারছে না, আমরা পারছি।’

 তৃণমূলের ঐক্য এবং সংহতি দৃঢ়তর করতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের কথা উল্লেখ করে হাছান মাহ্মুদ বলেন, ‘ইদানিংকালে কোথাও কোথাও এক বছরেও কমিটি পূর্ণাঙ্গ না হওয়ায় গত সম্মেলনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রে একটি নতুন ধরা সংযোজন করা হয়েছে যে, কমিটি হওয়ার পর ৪৫ দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি করতে হবে তা না হলে সেটি বাতিল করা হবে। সুতরাং এটা সবাইকে মাথায় রাখতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে সম্মেলন করে আসা হয়, কমিটি হয় না, সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকও হয় না। এগুলো পরিহার করতে হবে। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রতি দুই মাসে মিটিং ডাকার বাধ্যবাধকতা আছে। কিছুদিন পরপর বর্ধিত সভা যেমন, থানা কমিটি হলে ইউনিয়নের ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকদের নিয়ে সভা ডাকা প্রয়োজন। তাহলে দলের মধ্যে একটা ঐক্য-সংহতি তৈরি হয়।’

 আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য শাহজাহান খান, আসাদুজ্জামান নূর এমপি, আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সুজিত রায় নন্দী, কেন্দ্রীয় নেতা শাহবুদ্দিন ফরাজি, আফতাব উদ্দিন সরকার এমপি, সংরক্ষিত মহিলা আসনের এমপি রাবেয়া আলীম, নীলফামারী জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি দেওয়ান কামাল আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মমতাজুল হকসহ নীলফামারী জেলা আওয়ামী লীগ নেতৃবন্দ বৈঠকে বক্তব্য রাখেন।

#

আকরাম/পাশা/আরমান/মাহমুদ/জয়নুল/২০২৩/১৯৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী          নম্বর : ৮৮৪

**শুধু ভুলত্রুটি নয়, সাফল্যেরও প্রচার প্রয়োজন**

**টিভি বার্তা সম্পাদকদেরকে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২০ ফাল্গুন (৫ মার্চ):

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘দেশ পরিচালনায় সাফল্যের পাশাপাশি কিছু ভুলত্রুটি থাকে কারণ কোনো সরকার পৃথিবীতে শতভাগ নির্ভুল কাজ করতে পারে না। অতীতেও পারে নাই, এখনও পারবে না, ভবিষ্যতেও না। সে কারণেই শুধু ভুলত্রুটি নয়, সাফল্যটাও তুলে ধরতে হয়।’

আজ রাজধানীর কাকরাইলে তথ্য ভবন মিলনায়তনে বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলোর বার্তা প্রধান ও সম্পাদকদের সাথে মতবিনিময়কালে মন্ত্রী আরো বলেন, ‘করোনা মহামারির মধ্যেও আমাদের দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বিরোধীদলের কথা শুনলে তা মনে হয় না। পদ্মা সেতুর ওপর দিয়ে ঐ পারে গিয়ে তারা বলে যে, ‘দেশে কোনো উন্নয়ন হয়নি’। সেই বক্তব্যগুলো আবার সবক’টি টেলিভিশনে ভালোভাবে প্রচার হয়। সবার বক্তব্যই প্রচার হতে পারে, কিন্তু সত্যি ঘটনাটাও প্রচার হতে হবে, তাহলে মানুষ সঠিক উপসংহারে উপনীত হবে।’

তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মো. হুমায়ুন কবীর খোন্দকার এবং বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলোর বার্তা প্রধান ও সম্পাদকবৃন্দ বৈঠকে অংশ নেন। বৈঠক সম্পর্কে মন্ত্রী বলেন, ‘গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানে মালিকদের কথা শুনতে হয়, কিন্তু প্রতিদিন ‘ডে-টু-ডে এফেয়ার, আওয়ার-টু-আওয়ার এফেয়ার’ বার্তা প্রধানরা, সম্পাদকরা করেন। কোন সংবাদটা যাবে বা যাবে না, কতটুকু যাবে, কোন বাইট যাবে, সেটি আপনারাই নির্ধারণ করেন। সুতরাং গণমাধ্যম কি পরিবেশন হচ্ছে সেই নিয়ন্ত্রণটা আপনাদের হাতে। এ জন্যই আপনাদের সাথে আমি বসতে চেয়েছি।’

সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, ‘গণমাধ্যম মানুষের মনন তৈরি করে, মানুষের কাছে সমাজের বিশ্বের চিত্র পরিস্ফুটন করে এবং তা থেকে মানুষ তার ধারণাটা তার নিজের কল্পে সংগ্রহ করে। সে জন্য গণমাধ্যমে কীভাবে সংবাদ পরিবেশন হচ্ছে সেটি গুরুত্বপূর্ণ। একইসাথে টেলিভিশনের দায়িত্ব আমাদের সংস্কৃতিচর্চা এবং সমাজের অনুন্মোচিত বিষয়গুলো উন্মোচন করা। সমাজ যে দিকে তাকায় না রিপোর্টের মাধ্যমে সেগুলোকে তুলে আনা যাতে সমাজ ও সরকার সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। অর্থাৎ মানুষের মনন, দেশ, সমাজ গঠনে ও রাষ্ট্র পরিচালনায় টিভি চ্যানেলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘বাংলাদেশে বেসরকারি টেলিভিশনের যাত্রাটাই শুরু হয়েছে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার হাত ধরে। ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করার পর তাঁর হাত দিয়ে প্রথমে ইটিভি তারপর এটিএন বাংলা, চ্যানেল আইয়ের যাত্রা শুরু হয়। সেই ধারাবাহিকতায় এখন পর্যন্ত আমার জানামতে ৩৬টি প্রাইভেট টেলিভিশন সম্প্রচারে আছে আরো কয়েকটি খুব সহসা সম্প্রচারে আসবে।’

মন্ত্রী বলেন, ‘সত্যিকার অর্থে আমাদের দেশে গত ১৪ বছরে বেসরকারি টেলিভিশন, রেডিও, পত্রিকা এবং অনলাইন সংবাদ পোর্টাল সবকিছুর এক্সপোনেনসিয়াল গ্রোথ হয়েছে এবং মেধাবীরা কাজের সুযোগ পেয়েছেন। প্রাইভেট টেলিভিশন ১০টি থেকে ৩৬টি, দৈনিক কাগজের সংখ্যা সাড়ে ৪শ’ থেকে সাড়ে ১২শ’, হাতেগোনা কয়েকটি থেকে অনলাইন পোর্টাল কত হাজার সেটা পরীক্ষা নিরীক্ষার বিষয়।’

বিশ্ব মন্দা পরিস্থিতি, যুদ্ধ ও করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও বঙ্গবন্ধুকন্যার নেতৃত্বে বাংলাদেশ তার অর্থনীতিকে চাঙ্গা রেখেছে উল্লেখ করে হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘দেশের অর্থনীতির চাকা শুধু সচল আছে তা নয়, আমাদের জিডিপিও বাড়ছে। ২০০৯ সালে আমাদের জিডিপির আকার ছিল ৭৬ কি ৮০ বিলিয়ন ডলার এখন তা পাঁচ গুণেরও বেশি বেড়ে হয়েছে প্রায় ৫০০ বিলিয়ন ডলার। মাথাপিছু আয় ছিল ৬শ’ ডলার, এখন ২ হাজার ৮শ’ ৮৪ ডলার, যেটি ভারতকে ছাড়িয়েছে। আর সামাজিক, অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্য, মানবউন্নয়নসহ সব সূচকে পাকিস্তানকে আমরা ৭-৮ বছর আগে ছাড়িয়েছি। বিশ্বের পত্রপত্রিকা-গণমাধ্যমে আমাদের প্রশংসা হচ্ছে, দেশে সব গণমাধ্যমে তেমনটি নেই।’

নিজ মন্ত্রণালয় সম্পর্কে মন্ত্রী হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী আমাকে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়ার পর আমি চেষ্টা করেছি গণমাধ্যমকে সুরক্ষা দেওয়া জন্য। দেশের টেলিভিশনের কোনো সিরিয়াল ছিলো না, ক্যাবল অপারেটরদের সাথে দেন-দরবার করতে হতো, সেই সিরিয়ালটা আমরা শুরুতেই ঠিক করেছি। বিদেশি টেলিভিশনে আমাদের পণ্যের বিজ্ঞাপন এবং তাদের বিজ্ঞাপন বন্ধ করতে পারবো কেউ ভাবেনি, টেলিভিশনের মালিক পক্ষও ভাবেনি। এ বিষয়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছিলাম এমনকি ভারতের তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রীকেও বলে রেখেছিলাম যে তোমাদের দেশেও এ আইন আছে, আমরা এটি বাস্তবায়ন করতে যাচ্ছি। সেটি আমরা কঠোর হস্তে করেছি।’

ড. হাছান মাহ্‌মুদ উল্লেখ করেন, ‘৩০ বছর চেষ্টার পর আমি দায়িত্ব নিয়ে সারা ভারতবর্ষে ফ্রি ডিটিএইচ ডিসের মাধ্যমে বিটিভি সম্প্রচারের ব্যবস্থা করেছি, সেখানে বাংলাদেশ বেতারও এখন শোনা যায়। আমাদের শিল্পীদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য টিভি চ্যানেলগুলোতে বিদেশি সিরিয়ালের যথেচ্ছ প্রচার নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। পাশের দেশ বা অন্য দেশ থেকে বিজ্ঞাপন বানিয়ে আনা একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছিল, আমরা সেটারও লাগাম টেনে ধরার উদ্যোগ নিয়েছি এবং বিদেশি শিল্পীদের ক্ষেত্রে বাড়তি কর দেওয়ার বিধান চালু করেছি।’

**নির্বাচন নিয়ে বিএনপির ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই : তথ্যমন্ত্রী**

বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সাথে প্রশ্নোত্তর পর্বে সাংবাদিকরা বিএনপি মহাসচিবের বক্তব্য ‘তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া বিএনপি নির্বাচনে অংশ নেবে না’ এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘মির্জা ফখরুল সাহেবরা ২০১৮ সালের আগেও একই ধরনের বক্তব্য রেখেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত বিশাল জোট করে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তখন মানুষ বলেছিল ‘গাধা জল ঘোলা করে খায়’। এবারও তারা একই কথা বলছেন।’

মন্ত্রী বলেন, ‘দেশে একটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ নির্বাচন হবে নির্বাচন কমিশনের অধীনে। আমরা চাই বিএনপিসহ সব দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করুক এবং বিএনপি তাদের জনপ্রিয়তা যাচাই করুক। নির্বাচনে বিদেশি পর্যবেক্ষকরাও থাকবে। সুতরাং তাদের নির্বাচন নিয়ে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। আশা করবো তারা নির্বাচন ভীতি কাটিয়ে উঠে আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে।’

সংবাদপত্রে চাকরিরতদের জন্য ওয়েজবোর্ড আছে কিন্তু বেসরকারি টিভি চ্যানেলগুলোতে নির্দিষ্ট বেতন কাঠামো নেই -এ বিষয়ে প্রশ্নের জবাবে সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘ওয়েজবোর্ড আমাদের সংসদে পাশ করা আইন, যা শুধুমাত্র সংবাদপত্রে কর্মরতদের জন্য করা হয়েছে। সেটি পরিবর্তন করতে হলে আইনটিই পরিবর্তন করতে হবে। সুতরাং ওয়েজবোর্ড নয় বরং যারা সম্প্রচার মাধ্যমে কাজ করে তাদের আইনি সুরক্ষা দরকার। সে জন্য গণমাধ্যমকর্মী আইনের খসড়া তৈরি করা হয়েছে। সেটি আমরা সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে পাঠিয়েছি এবং তারা অংশীজনদের মতামত চেয়েছে। এ আইন পাস হলে সম্প্রচার মাধ্যম, প্রিন্ট ভার্সন এবং অনলাইনে কর্মরতদেরও সুরক্ষা হবে।’

#

আকরাম/পাশা/আরমান/মাহমুদ/শামীম/২০২৩/১৯২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৮৮৩

ভূমি খাতে সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে

**আমাদের উদ্দেশ্য স্মার্ট এবং টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা স্থাপন**

 **---ভূমিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২০ ফাল্গুন (৫ মার্চ) :

ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী বলেছেন, জনবান্ধব ভূমিসেবা প্রদান করতে ভূমি খাতে সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে।

আজ রাজধানীর তেজগাঁওয়ে অবস্থিত ভূমি ভবনের কেন্দ্রীয় সেমিনার হলে আয়োজিত ১৩৩তম সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ কথা বলেন। ভূমি সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের প্রশাসন ও পুলিশ ক্যাডার এবং বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিসের -৭০ জন কর্মকর্তা নিয়ে আয়োজিত ৬ সপ্তাহের এই প্রশিক্ষণ কোর্সটি আজ শেষ হল। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর (ডিএলআরএস) সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে।

উপস্থিত প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের থেকে ভূমিমন্ত্রীর কী আশা, তা জানাতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, ‘মানুষকে কষ্ট দেবেন না, আপনাদের আউট অভ্ দ্যা বক্স চিন্তা করতে হবে এবং মানসিকতা বদলাতে হবে, আপনাদের কর্তব্য সচেতন হতে হবে এবং মানুষকে কীভাবে সেবা দেওয়া যায় সেটা আপনাদের চিন্তা-ভাবনায় থাকতে হবে’। মন্ত্রী এ সময় প্রশিক্ষণ শেষ করা কর্মকর্তাদের ভূমি খাতে সুশাসন নিশ্চিত করতে কাজ করে যাওয়ার আহ্বান জানান।

মন্ত্রী আরো বলেন, ‘হাতের মুঠোয় ভূমিসেবা’ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ভূমিসেবা ডিজিটালাইজেশনের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিকনির্দেশনায় শুরু হওয়া ভূমি সংস্কার কার্যক্রম আজ কেবল স্লোগানে সীমাবদ্ধ নয় - আজ তা বাস্তবতা। তিনি বলেন, সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধিবৃন্দ, যারা সমাজে ওয়াচডগ হিসেবে ভূমিকা রেখে থাকেন, তারাও বর্তমান সরকারের ভূমি সংস্কার কার্যক্রমকে অনুপ্রেরণামূলক উদ্যোগ বলে বর্ণনা করছেন।

ভূমি মন্ত্রণালয়কে সরকারের ‘টপ-ফাইভ পারফর্মিং মিনিস্ট্রি’ বর্ণনা করে মন্ত্রী বলেন, এ জন্য আমাদের আত্মতুষ্টিতে ভুগলে চলবে না। আমরা আরো ভালোভাবে কাজ করে যাওয়ার প্রতিনিয়ত চেষ্টা করে যাচ্ছি। আমরা ভালো কাজ করে ভবিষ্যতের জন্য উদাহরণ তৈরি করে দিতে চাই। আমাদের উদ্দেশ্য স্মার্ট এবং টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনা স্থাপন।

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আব্দুল বারিকের সভাপতিত্বে সমাপনী অনুষ্ঠানে সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ আবু বকর ছিদ্দিক এবং ভূমি আপীল বোর্ডের চেয়ারম্যান এ কে এম শামিমুল হক ছিদ্দিকী। অন্যান্যদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন ভূমি মন্ত্রণালয় এবং ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এই কোর্সটির পরিচালক এবং ডিএলআরএস-এর পরিচালক এজাজ আহমেদ জাবের। প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী তিনজন কর্মকর্তা প্রশিক্ষণার্থীদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন। পরে মন্ত্রী কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন।

**#**

নাহিয়ান/পাশা/আরমান/সিরাজ/মাহমুদ/আব্বাস/২০২৩/১৯২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                         নম্বর :৮৮২

**কর্মদক্ষ মানুষ নিয়ে গড়া হবে আগামীর ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’**

 **....শিল্পমন্ত্রী**

বেলাব (নরসিংদী), ২০ ফাল্গুন (৫ মার্চ):

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন বলেছেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবকে যদি আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই, তাহলে আমাদের সঠিক পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা প্রয়োজন। সেই কাজটি করছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। কর্মদক্ষ মানুষ নিয়ে আগামীর বাংলাদেশ হবে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’।

গতকাল নরসিংদী জেলার বেলাব উপজেলার আমলাব নারায়ণপুর মরজাল (এ.এন.এম) উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, ২০৪১ সালের বাংলাদেশ হবে স্মার্ট বাংলাদেশ। সে লক্ষ্যে এরই মধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিকনির্দেশনা দিচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে দারিদ্র্য বিমোচনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেটা বাস্তবায়ন করেছেন। আজ বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ।

আমলাব নারায়ণপুর মরজাল (এ.এন.এম) উচ্চ বিদ্যালয়ের সভাপতি ও নরসিংদী জেলা আওয়ামী লীগের শিল্প বিষয়ক সম্পাদক মোহাম্মদ আলী খান রিপনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শমসের জামান ভূইয়া রিটন এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আয়শা জান্নাত তাহেরা।

#

মাহমুদুল/পাশা/আরমান/সিরাজ/মাহ্‌মুদ/শামীম/২০২৩/১৯০৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৮৮১

**রেড ক্রিসেন্ট ও জেলা পরিষদ সম্মিলিতভাবে মানব কল্যাণের পথে এগিয়ে যাবে**

 **---স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২০ ফাল্গুন (৫ মার্চ) :

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি জন্মলগ্ন থেকে মানুষের দুঃখ দুর্দশা লাগবে কাজ করে যাচ্ছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও তাঁর জীবন ও রাজনীতি আর্তমানবতার সেবায় উৎসর্গ করেছেন। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানরা মানুষের দুর্ভোগ লাঘবে একযোগে কাজ করবে।

আজ ঢাকায় হোটেল রেডিসন ব্লু ওয়াটার গার্ডেনে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির ইউনিট চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারিগণের সাথে এক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, মানুষের কল্যাণের জন্যই সরকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ নিয়েছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নপূরণে দেশের উন্নয়ন রোডম্যাপ নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

মন্ত্রী আরো বলেন, বর্তমান সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়ন থেকে শুরু করে গ্রামের সাধারণ মানুষের জীবনমান উন্নয়নে স্কুল কলেজ, রাস্তাঘাট, ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যসেবার জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করেছে। এসবই করা হয়েছে যাতে মানুষ উন্নত জীবনের স্বাদ পায়। এক সময় বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়ি হিসেবে আখ্যায়িত করলেও এখন উন্নয়নের রোলমডেল হিসেবে বর্ণনা করা হয় বলে জানান মন্ত্রী।

অতীতে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগে বহু মানুষের প্রাণহানির কথা উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান বাংলাদেশ সারাবিশ্বে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহিষ্ণু জাতি হিসেবে পরিচিত। তিনি বলেন, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানদের রেড ক্রিসেন্টের কাজের সাথে সম্পৃক্ত করার ফলে স্থানীয় সমস্যা নিরসনে তৎপরতা বাড়বে।

এ সময় মন্ত্রী জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানদের রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সমগ্র দেশব্যাপী বিস্তৃত স্বেচ্ছাসেবক নেটওয়ার্ককে সরকারের বিভিন্ন মানবিক সহায়তা প্রকল্পের যথাযথ বাস্তবায়নে কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত করার আহ্বান জানান। মন্ত্রী জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানদের তাদের নিজ নিজ জেলার সমস্যা সমাধানে রেড ক্রিসেন্টের মত প্রতিষ্ঠানগুলোকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অবঃ) এটিএম আব্দুল ওয়াহাব।

**#**

হেমায়েত/পাশা/আরমান/সিরাজ/মাহমুদ/আব্বাস/২০২৩/১৮৪৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৮০

**ইনোভেটিভ ইয়ুথরাই আগামীর স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে নেতৃত্বে দেবে**

 **--- আইসিটি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২০ ফাল্গুন (৫ মার্চ) :

 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক আজকের ইনোভেটিভ ইয়ুথরাই আগামীর স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে নেতৃত্বে দেবে উল্লেখ করে বলেন, তরুণদেরকে ভবিষ্যতে এন্টারপ্রেনিয়র এবং ইনোভেটর হিসেবে তৈরির করার লক্ষ্যে দেশের ৫৭টি বিশ্ববিদ্যালয়ে রিসার্চ অ্যান্ড ইনোভেশন সেন্টার (আরআইসি) স্থাপন করা হচ্ছে। তরুণরা এসব সেন্টার থেকে তাদের রিসার্চ এবং প্রোডাক্ট ডেভেলপ করতে পারবে।

 আজ আগারগাঁওস্থ আইসিটি টাওয়ারে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল মিলনায়তনে ইউনাইটেড ন্যাশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, বাংলাদেশ (ইউএনডিপি)’র উদ্যোগে ‘ডিজিটাল খিচুড়ি চ্যালেঞ্জ ২০২২’ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 এসময় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক রণজিত কুমার, ইউএনডিপির আবাসিক প্রতিনিধি স্টেফান লিলার, নরওয়ে দূতাবাসের ডেপুটি হেড অভ্ মিশন সিলজে ফাইন ওয়াননিবো এবং এবং ডিজিটাল খিচুড়ি চ্যালেঞ্জের আহ্বায়ক এবং ইউএনডিপি’র প্রকল্প পরিচালক রবারর্ট স্টলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সহনশীল, প্রগতিশীল, সৃজনশীল এবং সুযোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে হবে। তিনি বলেন, অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল সমাজ গঠনে আমাদের তরুণদের মধ্যে যে অদম্য স্পৃহা আছে তাতে আমাদের কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না উল্লেখ করে বলেন, ২০৪১ সাল নাগাদ আমরা গড়ে তুলবো একটি প্রগতিশীল ও সৃজনশীল স্মার্ট বাংলাদেশ।

 প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, কেবল শিক্ষিত হলেই হবে না। শিক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি তরুণ প্রজন্মকে মানবিক, নৈতিক ও মূল্যবোধের শিক্ষায় জাগ্রত এবং সচেতন হতে হবে। তিনি সবাইকে শান্তিপূর্ণ মানবিক বিশ্ব গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরাও প্রতিটি নাগরিক মানবিক নাগরিকে পরিণত হব। অন্যের দুঃখে দুঃখী হব, অন্যের কষ্টে সমব্যথী হব। এটাই একজন নাগরিকের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। প্রতিমন্ত্রী বিজয়ী ৭ উদ্ভাবককেই কাওরান বাজারের ভিশন টাওয়ারে কো-ওয়ার্কিং স্পেস এবং আইডিয়া ও স্টার্ট-আপ বাংলাদেশ থেকে অর্থায়ন সহায়তা করার ঘোষণা দেন।

 পরে প্রতিমন্ত্রী বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

 উল্লেখ্য, ধর্মীয় সম্প্রীতি থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক ভিন্নতা এবং ডিজিটাল স্পেসে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির উদ্ভাবনী চ্যালেঞ্জ ‘ডিজিটাল খিচুড়ি চ্যালেঞ্জ- ২০২২’ পর্বে যৌথভাবে সেরা উদ্ভাবনী উদ্যোগের পুরস্কার জিতেছে ‘ডিজিটাল পিস কিপার’ এবং টংগের গান।

 টিকটক, রিল, কৌতুক এবং ইলাস্ট্রেশনের মাধ্যমে গুজব, ডিজিটাল হয়রানি, সাইবার বুলিং, ধর্ম ও জাতিগত সহিংসতার বিরুদ্ধে শান্তির বার্তা ছড়াতে কাজ করে ডিজিটাল পিস কিপার। আর বাউল, মুর্শিদীর মতো ফোক গানে গানে ডিজিটাল স্পেসে একটি স্বতন্ত্র সহনশীল সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে চায় টংগের গান।

#

শহিদুল/পাশা/আরমান/সিরাজ/মাহমুদ/জয়নুল/২০২৩/১৮৫৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৭৯

**জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস উপলক্ষ্যে ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ডে সচেতনতা বৃদ্ধি মহড়া অনুষ্ঠিত**

ঢাকা, ২০ ফাল্গুন (৫ মার্চ) :

 জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস-২০২৩ উপলক্ষ্যে আজ ঢাকায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে ‘ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ডে সচেতনতা বৃদ্ধি মহড়া’ অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্ল্ড ভিশন, একশন এইড এবং ব্র্যাকসহ বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থার আর্থিক ও বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্সের কারিগরি সহায়তায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এ মহড়ার আয়োজন করে ।

 জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডক্টর ইমদাদুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ কামরুল হাসান এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কে এম আব্দুল ওয়াদুদ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ডক্টর কামাল উদ্দিন আহমেদ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার ইঞ্জিনিয়ার ওয়াহিদুজ্জামান, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের পরিচালক মোঃ ফিরোজ উদ্দিন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর মোস্তফা কামাল এবং বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্সের উপপরিচালক মোঃ আনিসুর রহমান।

 প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রণালয়ের সচিব বলেন, ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সংগ্রহের জন্য প্রায় ২ হাজার ৩০০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প চলমান। পাশাপাশি ভূমিকম্পসহ বড় ধরনের দুর্যোগ পরবর্তী অনুসন্ধান, উদ্ধার ও পুনর্বাসন কার্যক্রম সমন্বিতভাবে মোকাবিলার লক্ষ্যে ওয়ান স্টপ সেন্টার হিসেবে ÔNational Emergency Operation Center (NEOC)Õ প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সরকারের বিনিয়োগ, দুর্যোগের পূর্বাভাস ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, নতুন আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন, দুর্যোগের পূর্বপ্রস্তুতি, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং উদ্ধার কার্যক্রমে স্বেচ্ছাসেবীদের নিবেদিত প্রচেষ্টাসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগে জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি এক ডিজিটে নামিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

#

 সেলিম/পাশা/আরমান/সিরাজ/মাহমুদ/জয়নুল/২০২৩/১৮৩৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৮৭৮

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২০ ফাল্গুন (৫ মার্চ) :

          স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী শনিবার সকাল ৮টা থেকে আজ রবিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৯ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ৫৯ শতাংশ। এ সময় ১ হাজার ৫২৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৪৫ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ৪ হাজার ৫৯৬ জন।

**#**

সুলতানা/পাশা/আরমান/সিরাজ/মাহমুদ/আব্বাস/২০২৩/১৭২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৭৭

**রংপুর সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলরগণের দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধন**

ঢাকা, ২০ ফাল্গুন (৫ মার্চ) :

 আজ ঢাকায় জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউটে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলরগণের দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা উদ্বোধন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম।

 প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী বক্তব্যে মন্ত্রী বলেন, প্রশিক্ষণ অতি গুরুত্বপূর্ণ কারণ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যেকোনো বিষয়ের ওপর সক্ষমতা অর্জন করা যায়। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের নবনির্বাচিত কাউন্সিলরদের মধ্যে সম্প্রীতি গড়ে উঠবে আশা প্রকাশ করে তিনি বলেন, স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা এ ধরনের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারবেন।

 মন্ত্রী বলেন, মানুষের সেবা করতে হলে আইন এবং বিধি-বিধান জানতে হবে যাতে কারো প্রতি অন্যায় না হয় এবং কেউ বঞ্চিত না হয়। তিনি বলেন, জনকল্যাণে কাজ করে যে আত্মতৃপ্তি পাওয়া যায় তা আর কোথাও পাওয়া যায় না, সেই লক্ষ্যেই মানুষ জনপ্রতিনিধিদের হাতে ভোটের মাধ্যমে ক্ষমতা তুলে দেয়।

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়তে সাধারণ মানুষকে সম্পৃক্ত করার জন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের আহ্বান জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকারের কল্যাণময় রাষ্ট্র গড়তে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রমের সুফল মানুষ পাচ্ছে। এসময় তিনি স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের এলাকার উন্নয়নে স্থানীয়ভাবে উপার্জন বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। মন্ত্রী অংশগ্রহণমূলক উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দিয়ে বলেন, মানুষের শক্তি কাজে লাগাতে পারলে স্থানীয় অনেক সমস্যার সমাধান সম্ভব।

 প্রশিক্ষণে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রংপুর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোঃ মোস্তাফিজার রহমান এবং সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মোহাম্মদ ইবরাহিম।

#

 হেমায়েত/পাশা/আরমান/সিরাজ/মাহমুদ/জয়নুল/২০২৩/১৮১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৭৬

**কেস ট্র্যাকিং সিস্টেমের মাধ্যমে সেবা প্রত্যাশীরা সহজেই মামলার হালনাগাদ তথ্য জানতে পারবেন**

 **--- আইনমন্ত্রী**

ঢাকা, ২০ ফাল্গুন (৫ মার্চ) :

 ডিজিটাল পদ্ধতিতে দ্রুততম সময়ে ও স¦চ্ছতার সাথে মামলার সেবা প্রদানে আইন ও বিচার বিভাগের অঙ্গীকারের ধারাবাহিকতায় আজ উদ্বোধন হলো অনলাইন কেস ট্র্যাকিং সিস্টেম। এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেন, আইন ও বিচার বিভাগের সলিসিটর অনুবিভাগ সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের উভয় বিভাগে তাদের মামলা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা করে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে সরকারি অফিসসমূহ তাদের মামলার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকে না। এই কেস ট্র্যাকিং সিস্টেমের মাধ্যমে তারা সহজেই মামলার হালনাগাদ তথ্য জানতে পারবে। এতে করে দ্রুততম সময়ে সংশ্লিষ্ট সরকারি অফিসসমূহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে। ফলে উচ্চ আদালতে বিচারাধীন মামলায় সরকারি স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখা সম্ভব হবে। আইন ও বিচার বিভাগের সলিসিটর অনুবিভাগের সাথে সরকারের অন্য দপ্তরের সংযোগের মাধ্যমে একটি আস্থার সম্পর্ক স্থাপিত হবে। অপরদিকে প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ অনেকাংশে সহায়ক হবে।

 আজ ঢাকায় বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক উদ্ভাবিত অনলাইন কেস ট্র্যাকিং সিস্টেম ‘সলট্র্যাক যঃঃঢ়://ংড়ষঃৎধপশ.মড়া.নফ’ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন। আইন ও বিচার বিভাগের উপসচিব (অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ) এ কে এম কামাল উদ্দিন এই কেস ট্র্যাকিং সিস্টেম উদ্ভাবন করেন।

 মন্ত্রী বলেন, স্বাধীন বাংলাদেশের সর্বস্তরে আইনের শাসন এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় জনগণের সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত করা ছিলো বঙ্গবন্ধুর অন্যতম স্বপ্ন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিয়ে বঙ্গবন্ধুর সেই লালিত স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন করে চলেছেন।

 আনিসুল হক বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ গড়ে তোলার ঘোষণার সাথে সাথে ৪টি ভিত্তি নির্ধারণ করে দিয়েছেন- স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্নমেন্ট এবং স্মার্ট সোসাইটি। প্রত্যেকটি কম্পোনেন্ট একটি অপরটির সঙ্গে সম্পর্কিত। মূলত প্রযুক্তিনির্ভর নির্মল ও স¦চ্ছ তথা নাগরিক হয়রানিবিহীন একটি রাষ্ট্র বিনির্মাণ এবং ভোগান্তি ছাড়া প্রত্যেক নাগরিক অধিকার নিশ্চিতের মাধ্যমেই একটি স্মার্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। সকল সেক্টরে প্রযুক্তিনির্ভর সেবা প্রদানের পদক্ষেপ হিসেবে স্মার্ট জুডিসিয়ারি প্রতিষ্ঠাও সরকারের একটি অগ্রগণ্য কাজ। সে লক্ষ্যেই প্রধানমন্ত্রীর আগ্রহের কারণেই সারা দেশে বিচার বিভাগকে প্রযুক্তিবান্ধব করার জন্য ‘ই-জুডিসিয়ারি’ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও পরামর্শের প্রেক্ষিতে প্রকল্পটি খুব শীঘ্রই আলোর মুখ দেখবে।

 মন্ত্রী আরো বলেন, দেশের ভূমি নিবন্ধনে জনবান্ধব ‘ই-রেজিস্ট্রেশন’ কার্যক্রম গ্রহণ এবং সাব-রেজিস্ট্রার অফিসের সাথে সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসের আন্তঃসংযোগ ছিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন। এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে সাব-রেজিস্ট্রার অফিস ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসকে স্ব স্ব প্রশাসনিক এখতিয়ারের মধ্যে রেখে ইতোমধ্যে আন্তঃসংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। ২০২১ সালের ১০ জুন হতে ২০২৩ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত উক্ত ১৭টি সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে মোট চৌষট্টি হাজার পাঁচশত বিরাশিটি দলিল ই-রেজিস্ট্রেশন সিস্টেমে নিবন্ধিত হয়েছে। দেশের অবশিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রি অফিসসমূহকে একইভাবে ই-রেজিস্ট্রেশনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

 এছাড়া, সারা দেশের বিবাহ নিবন্ধন কার্যক্রমকে ডিজিটাইজড করার জন্য আইন ও বিচার বিভাগ একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে, যার মাধ্যমে প্রত্যেক নিকাহ্ রেজিস্ট্রার বিবাহ নিবন্ধনের যাবতীয় তথ্য অনলাইনে ইনপুট দেবেন এবং পক্ষগণ কাবিননামাসহ অন্যান্য ডকুমেন্ট অনলাইন থেকে সংগ্রহ করতে পারবে। এই অনলাইন পোর্টালে প্রকৃত নিকাহ্ রেজিস্ট্রারদের তথ্য সংরক্ষিত থাকবে। ফলে বিবাহ নিবন্ধন কার্যক্রমে স¦চ্ছতা নিশ্চিত হবে।

 আইন ও বিচার বিভাগের সচিব মোঃ গোলাম সাওয়ারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় বলেন, সরকারি মামলাগুলো ঠিকমত উপস্থাপন করা হলে বেশির ভাগ মামলায় সরকার জিতে যাবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো ঠিক উল্টা। বেশিরভাগ মামলায় সরকার পক্ষ হেরে যায়। হেরে যাওয়ার পর সরকার পক্ষ থেকে আপিল করা হয় এবং তখন কিছু দৌঁড়ঝাপ শুরু হয় এবং একে অপরকে দোষারোপ করা শুরু হয়। তিনি আশা প্রকাশ করেন, আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক উদ্ভাবিত ‘সলট্র্যাক http://soltrack.gov.bd’ সফটওয়্যারটি একে অপরকে দোষারোপ করার কালচার থেকে বেরিয়ে আসার একটি সুযোগ তৈরি করবে।

#

রেজাউল/পাশা/আরমান/সিরাজ/মাহমুদ/জয়নুল/২০২৩/১৮৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৭৫

**মানুষের অস্তিত্বের স্বার্থেই বন্যপ্রাণী রক্ষা করতে হবে**

 **--- পরিবেশ মন্ত্রী**

ঢাকা, ২০ ফাল্গুন (৫ মার্চ) :

 পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, বন এবং বন্যপ্রাণীকুল বিপন্ন হলে মানবসভ্যতা বিপর্যস্ত হবে, তাই মানবসভ্যতার অস্তিত্বের স্বার্থেই বন এবং বন্যপ্রাণী রক্ষা করতে হবে। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কার্যক্রমকে সফল করতে সকলে সম্মিলিতভাবে বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল সংরক্ষণে কাজ করতে হবে। তিনি এসময় বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে আইন কঠোরভাবে প্রয়োগের জন্য বন বিভাগের কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন।

 আজ বন অধিদপ্তরে ‘সকলের অংশগ্রহণ, বন্যপ্রাণী হবে সংরক্ষণ’প্রতিপাদ্যে বিশ্ব বন্যপ্রাণী দিবস-২০২৩ উদ্যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে সরকার বিভিন্ন যুগোপযোগী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এলক্ষ্যে, সংবিধানে ১৮ক অনুচ্ছেদ সন্নিবেশন করা হয়েছে, বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এবং বাংলাদেশ জীববৈচিত্র আইন, ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকার দেশে ২৪ টি বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য, ১৯টি জাতীয় উদ্যান, ২টি বিশেষ জীববৈচিত্র সংরক্ষণ এলাকা, ৩টি মেরিন প্রটেক্টেড এরিয়া, ১টি উদ্ভিদ উদ্যান, ৩টি ইকোপার্ক, ২টি শকুন নিরাপদ এলাকা ঘোষণা করেছে। এছাড়াও, ২টি রামসার সাইট ও ৬টি ফ্লাইওয়ে সাইট রয়েছে।

 শাহাব উদ্দিন বলেন, বন্যপ্রাণী অপরাধ উদ্ঘাটনে (তথ্য প্রদানকারী) পুরস্কার প্রদান বিধিমালা’র আওতায় তথ্যদাতাদেরকে পুরস্কৃত করা হচ্ছে। ‘বন্যপ্রাণীর আক্রমণে জানমালের ক্ষতিপূরণ বিধিমালা-২০২১’ অনুযায়ী নিহত ব্যক্তির পরিবারকে ৩ লাখ এবং আহত ব্যক্তির পরিবারকে সর্বোচ্চ ১ লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হচ্ছে। বন ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কাজে নিয়োজিতদের জাতীয়ভাবে স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে ‘বঙ্গবন্ধু এওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ডলাইফ কনজারভেশন-২০১২’ নীতিমালা অনুযায়ী পুরস্কৃত করা হচ্ছে। বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট অপরাধ দমনে কাজ করে যাচ্ছে। সুন্দরবনের অপরাধ মনিটরিং ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে ড্রোন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে।

 মন্ত্রী আরো বলেন, সুফল প্রকল্পের মাধ্যমে বন্যপ্রাণী সংক্রান্ত গবেষণার জন্য ফান্ড প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশে হাঙর ও শাপলাপাতা মাছ সংরক্ষণে একটি অ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন এবং এগুলোর বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে নন-ডেট্রিমেন্ট ফাইন্ডিংস তৈরি করা হয়েছে। দেশে বন্যপ্রাণীর সংখ্যা, প্রকৃতিতে তাদের অবস্থা ও আবাসস্থলের হুমকিসমূহ জানার জন্য ‘রেড লিস্ট অভ্ বাংলাদেশ ২০১৫’ প্রণয়ন করা হয়েছে। সুন্দরবনে বাঘসহ অন্যান্য প্রাণী সংরক্ষণে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

 প্রধান বন সংরক্ষক মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার, সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ এবং আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মোস্তফা ফিরোজ, প্রকৃতি ও জীবন ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মুকিত মজুমদার বাবু এবং বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চলের বন সংরক্ষক ইমরান আহমদ।

 অনুষ্ঠানে বিষয়ভিত্তিক উপস্থাপকবৃন্দ, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বন অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ; সাংবাদিকবৃন্দ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে নিজ নিজ ভূমিকা পালনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

#

দীপংকর/পাশা/আরমান/সিরাজ/মাহমুদ/জয়নুল/২০২৩/১৭১০ঘণ্টা

 তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৭৪

**উন্নত সমৃদ্ধ দেশ গড়তে আওয়ামী লীগের বিকল্প নেই**

 **-কৃষিমন্ত্রী**

টাঙ্গাইল, ২০ফাল্গুন **(**৫ মার্চ**) :**

২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে আওয়ামী লীগের কোনো বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, স্বাধীন বাংলাদেশে বাঙালিরা যাতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে সে ব্যবস্থা পাকিস্তানি শাসকেরা করে গিয়েছিলো। অবকাঠামোগত ধ্বংসযজ্ঞের পাশাপাশি এই জাতির অমূল্য সম্পদ বুদ্ধিজীবীদের তারা হত্যা করেছিলো। সে রকম একটি ভঙ্গুর অবস্থা থেকে জাতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষার প্রসারে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

আজ টাঙ্গাইলে মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় সমাবর্তনে সভাপতির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

রাষ্ট্রপতি এবং মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর মো: আবদুল হামিদের পক্ষে কৃষিমন্ত্রী এই সমাবর্তনে সভাপতিত্ব করেন ও সনদ প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে সমাবর্তন বক্তা ছিলেন সিআরপি বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা ও সমন্বয়ক ভেলেরি অ্যান টেইলর। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মো: ফরহাদ হোসেন।

মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার বিগত ১৪ বছরে শিক্ষার মানোন্নয়ন, অবকাঠামো নির্মাণ, গবেষণায় উৎকর্ষ সাধনে বিশাল বিনিয়োগ করেছে ও শিক্ষাবান্ধব নানান পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করেছে। শিক্ষার্থীদের গবেষণায় উদ্বুদ্ধকরণে ব্যাপকহারে ফেলোশিপ প্রদান করা হচ্ছে। আমি বিশ্বাস করি শিক্ষাখাতে এই বিশাল বিনিয়োগ দেশকে কাঙ্ক্ষিত সময়ের আগেই উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করবে।

ছাত্রছাত্রীদের দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, বর্তমান বিশ্বে একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নে দক্ষ মানবসম্পদের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি।আমাদের মতো দেশে, যাদের প্রাকৃতিক সম্পদ খুব সীমিত, সেখানে দক্ষ মানবসম্পদ আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তরুণেরাই আমাদের দেশের বিরাট শক্তি ও প্রকৃত সম্পদ। এই তারুণ্যের শক্তিকে কাজে লাগাতে বর্তমান সরকারও নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। এই বাস্তবতায়, প্রায়োগিক ও সময়োপযোগী শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে হবে। দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি  বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গ্রাজুয়েটদের নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে হবে। শিক্ষকদেরও এ বিষয়ে আরো এগিয়ে আসতে হবে।

খাদ্য নিরাপত্তার প্রসঙ্গে ড. রাজ্জাক বলেন, কোভিড-১৯, রাশিয়া-ইউক্রেনের চলমান যুদ্ধ, অবরোধ-পাল্টা অবরোধের প্রভাবে বিশ্বব্যাপী কোটি কোটি মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা চরম ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে। বিশ্বব্যাপী ‘খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা’ বেড়েছে। বেড়েছে ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে বাংলাদেশের মানুষের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে এবং বহুমুখী দুর্যোগের মধ্যেও বিশ্বে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

এর আগে চ্যান্সেলরের পক্ষে কৃষিমন্ত্রী সমাবর্তন শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন এবং সমাবর্তনের উদ্বোধন করেন।

#

কামরুল/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/সাঈদা/ইমা/২০২৩/১৫২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৭৩

**জাতীয় পাট দিবসে পুরস্কার পাচ্ছেন ১১ ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠান**

ঢাকা, ২০ ফাল্গুন (৫ মার্চ) :

 বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক বলেছেন, ‘পাটখাত উন্নয়নে গবেষণা কার্যক্রম, পাট বীজ আমদানিতে নির্ভরশীলতা হ্রাস, পাট বীজ উৎপাদনে স্বনির্ভরতা, প্রচলিত ও বহুমুখী পাটজাত পণ্যের উৎপাদন ও রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অবদান রাখার জন্য এবছর পাট দিবসে ১১টি ক্যাটাগরিতে ১১ জন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও পাটসংশ্লিষ্ট অংশীজনদের ৭টি শুভেচ্ছা স্মারক প্রদান করা হবে।

 আজ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ‘জাতীয় পাট দিবস ২০২৩’ উদযাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, সোনালি আঁশ পাটের সাথে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। শুধু তাই নয়, বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তির হাতিয়ার হিসেবে পাটের ভূমিকা একটি স্বীকৃত ইতিহাস। পরিবেশবান্ধব তন্তু হিসেবে পাটের গুরুত্ব বিবেচনায় পাট চাষে কৃষকদের আগ্রহ সৃষ্টি, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে পাট ও পাটপণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং প্রাকৃতিক তন্তু হিসেবে সোনালি আঁশের উজ্জ্বল সম্ভাবনা তুলে ধরার লক্ষ্যে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও **৬ মার্চ** ‘জাতীয় পাট দিবস ২০২৩’ উদযাপন করতে যাচ্ছে। এবারের জাতীয় পাট দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে –‘পাট শিল্পের অবদান-স্মার্ট বাংলাদেশ বিনিমার্ণ’।

 পাটমন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পাটজাত পণ্যকে বর্ষপণ্য-২০২৩ এবং সোনালী আঁশ পাটকে কৃষিপণ্য হিসেবে ঘোষণা করেছেন। ইতোমধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা বাস্তবায়ন করতে, পাটপণ্যকে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দিতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় নানামুখী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করেছে।

#

সৈকত/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/সাঈদা/আসমা/২০২৩/১৫২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৭২

চট্টগ্রামে বয়লার বিস্ফোরণ

**হতাহতের ঘটনায় শ্রম প্রতিমন্ত্রীর আর্থিক সহায়তা**

**ঢাকা,** ২০ফাল্গুন **(**৫ মার্চ**) :**

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে সীমা অক্সিজেন লিঃ এবং অক্সিকো লিঃ এর বয়লার প্ল্যান্টে বিস্ফোরণে হতাহতের ঘটনায় শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল থেকে হতাহতদের আর্থিক সহায়তার ঘোষণা দিয়েছেন ।

তিনি দূর্ঘটনায় নিহত শ্রমিকদের দাফনে ২৫ হাজার টাকা, নিহতদের পরিবার প্রতি ২ লাখ টাকা এবং আহত শ্রমিকদের চিকিৎসায় জনপ্রতি ৫০ হাজার টাকা সহায়তা প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন।

ইতোমধ্যে নিহতদের স্বজনদের হাতে সহায়তার চেক তুলে দেয়া হয়েছে এবং আহতদের আত্মীয় স্বজনদের হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে। চেক প্রদানের সময় শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল, শ্রম অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খালেদ মামুন চৌধুরীসহ সরকারের বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বিস্ফোরণের ঘটনায় গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে নিহতদের রুহের মাগফেরাত কামনা করেছেন।

#

আকতারুল/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/সাঈদা/ইমা/২০২৩/১৪৫০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৭১

**জাতীয় পাট দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২০ ফাল্গুন (৫ মার্চ) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ৬ মার্চ ‘জাতীয় পাট দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“দেশব্যাপী ৬ মার্চ ‘জাতীয় পাট দিবস’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ আয়োজন উপলক্ষ্যে আমি পাটচাষি, পাটশিল্পের শ্রমিক-কর্মচারী, উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ীসহ উৎপাদন এবং বিপণনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এই বছরের পাট দিবসের প্রতিপাদ্য ‘পাট শিল্পের অবদান স্মার্ট - বাংলাদেশ বিনির্মাণ’- প্রাসঙ্গিক ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সোনালি আঁশ পাট বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। পাটখাত দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী অন্যতম ক্ষেত্র। বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তির হাতিয়ার হিসেবে স্বীকৃত শ্রমঘন পাটখাত দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

স্বাধীনতার পর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাটশিল্পের উন্নয়নে নানামুখী কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। আওয়ামী লীগ সরকারের চলমান পৃষ্ঠপোষকতা পাটখাতের হারানো ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করার সঙ্গে সঙ্গে এখাতকে অধিক সমৃদ্ধশালী করতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্বব্যাপী পরিবেশের ওপর প্লাস্টিক ও পলিথিনের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি হওয়ায় বিকল্প প্রাকৃতিক তন্তু হিসেবে পরিবেশবান্ধব পাটের ব্যবহার বদ্ধি পেয়েছে। পাট চাষে কৃষকদের আগ্রহ সৃষ্টি, দেশীয়-আন্তর্জাতিক বাজারে পাট-পাটপণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি ও বিশ্বব্যাপী সোনালি আঁশের উজ্জ্বল সম্ভাবনা তুলে ধরার লক্ষ্যে পাটপণ্যকে ‘বর্ষপণ্য ২০২৩’ এবং পাটকে কৃষিপণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ‘পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০’, ‘পাট আইন, ২০১৭’, ‘জাতীয় পাটনীতি, ২০১৮’ এবং ‘চারকোল নীতিমালা ২০২২’ প্রণয়ন পাটখাতের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ নীতি সহায়তা হিসেবে কাজ করছে। পাটপণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধির পাশাপাশি আমাদের সরকার বহুমুখী পাটজাত পণ্যের উদ্ভাবন ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে গুরুত্বারোপ করছে। আমি আশা করি, বাংলাদেশের বহুমুখী পাটপণ্য একদিন বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে।

আওয়ামী লীগ সরকার গত ১৪ বছর ধরে মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের বুকে ‘রোল মডেল’। আমরা মাতৃভূমিকে ‘উন্নয়নশীল’ দেশের কাতারে নিয়ে এসেছি। আমাদের উন্নয়নের এ গতিধারা অব্যাহত থাকলে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। প্রতিষ্ঠিত হবে ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ তথা জাতির পিতার আজীবন লালিত স্বপ্ন ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ ‘সোনার বাংলাদেশ’।

আমাদের পাটচাষিরা অত্যন্ত পরিশ্রমী। বাংলাদেশের মাটি এই অর্থকরী ফসল চাষের বিশেষ উপযোগী। সুতরাং আমাদের শ্রম, মেধা, গবেষণালব্ধ ফলাফল, পাটের বহুমুখী পণ্যের সম্ভার, সম্প্রসারণশীল বাজার এবং সরকারি-বেসরকারি সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টায় পাটখাত উত্তরোত্তর এগিয়ে যাবে- এ আমার বিশ্বাস।

আমি ‘জাতীয় পাট দিবস ২০২৩’-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।”

#

ইমরুল/মেহেদী/ পরীক্ষিৎ/সাঈদা/মাহমুদা/আসমা/২০২৩/১০৩০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৭০

টেলিভিশনে স্ক্রল প্রচারের জন্য

**সকল ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া**

ঢাকা, ২০ ফাল্গুন (৫ মার্চ) :

সরকারি-বেসরকারি টিভি চ্যানেলসহ সকল ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বার্তাটি স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো :

মূলবার্তা :

আগামী ৭ মার্চ, মঙ্গলবার, সকাল ১১টায় ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ‘ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ দিবস’ ২০২৩ উদ্‌যাপন করা হবে - সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

#

বাবুল/মেহেদী/সাঈদা/কলি/ইমা২০২৩/১০৩০ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

 তথ্যবিবরণী নম্বর : ৮৬৯

**জাতীয় পাট** **দিবসে** **রাষ্ট্রপতির বাণী**

 **ঢাকা,** ২০ফাল্গুন **(**৫ মার্চ**) :**

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ৬ মার্চ ‘জাতীয় পাট দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় কর্তৃক ‘জাতীয় পাট দিবস ২০২৩' পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। আমি আশা করি, এ উদ্যোগ পাটখাতের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে সহায়ক হবে।

সোনালি আঁশ খ্যাত পাটের সাথে বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। দেশীয় সংস্কৃতি ও কৃষ্টির সাথে মানানসই পাট ও পাটজাত পণ্য দেশে-বিদেশে পরিবেশবান্ধব পণ্য হিসেবে সমাদৃত। বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে পলিথিন ও প্লাস্টিকের বিকল্প প্রাকৃতিক তন্তু পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবহার পরিবেশ সুরক্ষার পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

আধুনিকায়ন ও বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে পাটের অতীত গৌরব ফিরিয়ে আনতে সরকারের নানাবিধ উদ্যোগের ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে এ খাতের অবদান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাট ও পাটপণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং বিশ্বব্যাপী সোনালি আঁশের উজ্জ্বল সম্ভাবনা তুলে ধরার লক্ষ্যে পাটপণ্যকে 'বর্ষপণ্য ২০২৩’ এবং পাটকে কৃষিপণ্য হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে । এছাড়া দেশের অভ্যন্তরে পাটপণ্যের ব্যবহার বৃদ্ধির পাশাপাশি পাট চাষসহ পাটখাতের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন ও সুরক্ষার লক্ষ্যে ‘পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০’ এবং ‘পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা, ২০১৩', 'পাট আইন, ২০১৭', ‘চারকোল নীতিমালা, ২০২২' প্রণয়ন করা হয়েছে। পাটশিল্পের পরিবেশবান্ধব ও টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী স্মার্ট ঘোষিত ‘স্মার্ট বাংলাদেশ' গড়া সম্ভব। এবারের জাতীয় পাট দিবসের প্রতিপাদ্য 'পাট শিল্পের অবদান - স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ' বর্তমান প্রেক্ষাপটে যথাযথ হয়েছে বলে আমি মনে করি। পাটশিল্প বিকাশের লক্ষ্যে পরিবেশবান্ধব পাটজাত পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশে এবং দেশের বাইরে এসব পণ্যের বাজারজাতকরণে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আমি সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

সজীব ও সবুজ বাংলাদেশ গড়ার পথ পরিক্রমায় পরিবেশবান্ধব পাট ও পাটজাত পণ্যের উৎপাদন ও ব্যবহারে জনগণকে উৎসাহিত করতে এবং পাটশিল্পের উন্নয়নে সকল সরকারি-বেসরকারি অংশীজনের সমন্বিত আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে - এ প্রত্যাশা করি।

আমি ‘জাতীয় পাট দিবস ২০২৩' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।”

#

 হাসান/মেহেদী/সাঈদা/ইমা/২০২৩/১০১৫ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৮৬৮

**নতুন প্রজন্মকে মানসিক ও শারীরিকভাবে গড়ে তুলতে খেলাধুলার বিকল্প নেই**

 **– শিল্পমন্ত্রী**

মনোহরদী (নরসিংদী), ২০ ফাল্গুন (৫ মার্চ) :

শিল্পমন্ত্রী নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন বলেছেন, নতুন প্রজন্মকে সুস্থ মানসিক ও শারীরিকভাবে গড়ে তুলতে খেলাধুলার বিকল্প নেই। খেলাধুলা মনকে প্রফুল্ল রাখে। শিক্ষার্থীদের মোবাইল গেইম ও বিভিন্ন খারাপ আসক্তি হতে ফেরাতে সহায়তা করে। তাই শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার পাশাপাশি স্কাউটিংসহ সাংস্কৃতিক ও বিভিন্ন খেলাধুলায় সম্পৃক্ত করতে হবে এবং তাদের মধ্যে জাতীয় চেতনাবোধ সৃষ্টি করতে হবে। মনে রাখতে হবে শুধু শিক্ষাই মানুষকে শিক্ষিত করেনা।

গতকাল নরসিংদীর মনোহরদী সরকারি পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া, পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী এ কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, আজকের শিক্ষার্থীরাই আগামীর ভবিষ্যৎ। স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে স্মার্ট শিক্ষার্থীর বিকল্প নেই। তাই একজন শিক্ষার্থীকে দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, জাতীয় সংগীত, শপথ ও জাতীয় দিবসগুলো সম্পর্কে জানতে হবে।

মনোহরদী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি মো. রেজাউল করিম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মনোহরদী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াশীষ রায়, মনোহরদী পৌরসভার মেয়র আমিনুর রশিদ সুজনসহ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অভিভাবক, বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ।

পরে মন্ত্রী শেখেরগাঁও জামিউল উলূম ফাজিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসার নতুন ভবন উদ্বোধন করেন এবং ঠেকেরকান্দা ডি এস কে উচ্চ বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন।

#

মাহমুদুল/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/সাঈদা/আসমা/২০২৩/১১০০ ঘণ্টা